০০ আলোকচিত্র ও লেখা মুস্তাফিজ মামুন ০০

সমুদ্রটা যেন অন্য সময়ের চেয়ে এখন একটু বেশিই চঞ্চলা। সৈকতে তেড়ে আসা ঢেউগুলোও বেশ বড় বড়। কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি, কখনো আবার স্বচ্ছ নীল আকাশ। পর্যটকের ঢাঁসা ভীড়ও নেই সৈকতে। কক্সবাজারের এমন দৃশ্য অনেকের কাছেই অচেনা লাগতে পারে। যারা বর্ষায় সেখানে যাননি তাদের কাছে তো লাগবেই। বর্ষাকালে কক্সবাজারের রূপ যেন পুরোপুরি বদলে যায়। যারা একটু নির্জনতার মাঝে প্রকৃতির রূপ খুঁজতে ভালোবাসেন তাদের জন্য বর্ষার কক্সবাজারই হলো সবচেয়ে আদর্শ জায়গা।

এ সময়ে কক্সবাজার ভ্রমণে আবার রয়েছে বাড়তি কিছু সুবিধা। অন্যান্য সময়ের চেয়ে এখন খরচটা অনেক কম। অফ সিজন বলে হোটেল ভেদে ৪০-৬০ ভাগ পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। পর্যটক কম বলে কক্সবাজারের আশপাশের জায়গায় যেতে বিভিন্ন পরিবহনের অতিরিক্ত ভাড়া গুণতে হবে না।

কক্সবাজার গিয়ে প্রথমেই আপনার ভ্রমণস্থল হতে পারে সমুদ্র সৈকত। সৈকতের চেয়ারে বসে সমুদ্রের ঢেউয়ের দূরন্তপনা দেখতে দেখতে হারিয়ে যেতে পারেন অজানা কোন ভূবনে। তবে এ সময়ে সমুদ্র স্নানে খুব সাবধানতার সঙ্গে নামুন। সৈকতে লাল পতাকা নির্দেশিত সময়ে অবশ্যই সমুদ্র স্নানে নামবেন না। অন্যান্য সময়ে নামলেও বেশ সাবধানতার সঙ্গে খুব কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করুন এবং স্নান শেষ করে জলদি উঠে আসুন।

সৈকত ঘুরে ফিরে যেতে পারেন হিমছড়ি কিংবা ইনানী। এখানে যাবার জন্য ব্যাটারি চালিত রিকশা, বেবি টেক্সি কিংবা জিপ আছে। রিকশায় গেলে পুরো পথটাই হবে আপনার জন্য অনেক মজার। হিমছড়ির পাহাড়, ঝরণা আর ইনানীর সৈকতে ঘুরে আবার শহরে চলে আসুন। কক্সবাজার থেকে হিমছড়ির দূরত্ব প্রায় বারো কিলোমিটার আর ইনানী প্রায় বিশ কিলোমিটার। ঘন্টা পাঁচেক সময় লাগবে জায়গা দুটি বেড়িয়ে আসতে। সন্ধ্যার আগেই আবার সৈকতে ফিরতে ভুল করবেন না। এ সময়ের সূর্যাস্তের দৃশ্যও বেশ মনোহর। ভাগ্য ভালো থাকলে আকাশে রঙের খেলা আর লাল থালার মতো সূর্যের সমুদ্র জলে ডুব দেয়ার দৃশ্য কিন্তু এ সময়েই দেখা যায়। আর ভাগ্যটা নিতান্তই খারাপ হলে বাদ সাধতে পারে আকাশের কালো মেঘ। বর্ষায় মাঝে মধ্যেই সুন্দর সূর্যাস্তের এই দৃশ্যকে থামিয়ে দেয় আকাশের কালো মেঘ।

পরের দিন যেতে পারেন কক্সবাজার শহরের পার্শ্ববর্তী থানা রামু ও চকোরিয়ার ডুলাহাজরা সাফারি পার্কে। রামুতে আছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বেশ কিছু কেয়াং ও প্যাগোডা। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লামার পাড়ার বৌদ্ধ কেয়াং, রামকোট হিন্দু মন্দি ও বৌদ্ধ কেয়াং। কক্সবাজারের কলাতলী থেকে জিপে কিংবা মাইক্রোবাসে এখানে আসতে পারেন। ভাড়া পড়বে ৩৫-৪০ টাকা।

শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে কক্সবাজার চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্ব পাশে রয়েছে ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক। কক্সবাজার

জেলার ডুলাহাজরা বনাঞ্চলের ডুলাহাজরা ও হারগোজা ব্লকের প্রায় ৯০০ হেক্টর জায়গা জুড়ে রয়েছে এ সাফারি পার্ক। তারপরেও জায়গাটি বেড়ানোর জন্য অনেক সুন্দর ও মনোরম। নানা রকম প্রাণীর দেখা মিলবে এখানে। প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক। আর যদি বৃষ্টিই নেমে যায় এখানে আসার পরে তবে সেটা হবে একটা স্মরণীয় সময়। এখানে নির্দিষ্ট প্রবেশের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১০ টাকা, স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ৫ টাকা।

কিভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে সরসরি কক্সবাজার যায় এস আলম, সৌদিয়া, শ্যামলী, ইউনিক ইত্যাদি পরিবহনের নন এসি বাসে ভাড়া ৫০০-৬৫০ টাকা। গ্রীন লাইন, সোহাগ, সৌদিয়া এস আলম ইত্যাদি পরিবহনের এসি বাসে ভাড়া ৯৫০-১২৫০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

কক্সবাজারে থাকার জন্য এখন প্রচুর হোটেল রয়েছে। ধরণ অনুযায়ী এ সব হোটেলের প্রতি দিনের রুম ভাড়া ৩০০- ৫০০০ টাকা। তবে এসময়ে সব হোটেলেই আছে বিভিন্ন রকম ছাড়। কক্সবাজারে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রয়েছে হোটেল শৈবাল, ফোন: ০৩৪১-৬৩২৭৪। মোটেল উপল, ফোন: ০৩৪১-৬৪২৫৮। মোটেল প্রবাল, ফোন: ০৩৪১-৬৩২১১। মোটেল লাবনী, ফোন: ০৩৪১-৬৪৭০৩। পর্যটন করপোরেশনের ঢাকাস্থ হেড অফিস থেকেও এসব হোটেলের বুকিং দেয়া যায়। যোগাযোগ: ৮৩-৮৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ফোন- ৯৮৯৯২৮৮-৯১। এছাড়া অন্যান্য হোটেল হলো হোটেল সি গাল, (পাঁচ তারা), ফোন: ০৩৪১-৬২৪৮০-৯১, ঢাকা অফিস ৮৩২২৯৭৩-৬। হোটেল সি কুইন, ফোন: ০৩৪১-৬৩৭৮৯, ০৩৪১-৬৩৮৭৮। হোটেল সাগর গাঁও লি. ফোন- ০৩৪১-৬৩৪৪৫, ০৩৪১-৬৩৪২৮। সুগন্ধা গেস্ট হাউস, ফোন: ০৩৪১-৬২৪৬৬। জিয়া গেস্ট ইন, ফোন: ০৩৪১-৬৩৯২৫। হোটেল সি হার্ট, ফোন: ০৩৪১-৬২২৯৮। হোটেল ডায়মন্ড প্লেস এন্ড গেস্ট হাউস, ফোন: ০৩৪১-৬৩৬৪২।